صَدَقَة

সাদাকাহ

ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক সোশ্যাল ফাইন্যান্স (আইআইএসএফ)

সাদাকাহ

ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক সোশ্যাল ফাইন্যান্স
(আইআইএসএফ)

সাদাকাহ

ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক সোশ্যাল ফাইন্যান্স
(আইআইএসএফ)
১১৩/বি (৩য় তলা), তেজগাঁও শিল্প এলাকা,
ঢাকা-১২০৮, বাংলাদেশ ।

মোবাইলঃ +৮৮০ ১৩৩৫ ১৪১৮৯০
ফোনঃ +৮৮০ ৯৬১১ ৬৮৮ ০০২
ই-মেইলঃ info@iisf-bd.org
ওয়েবসাইটঃ www.iisf-bd.org

১ম সংস্করণঃ ডিসেম্বর,২০২৫

মূল্যঃ ২০/- (বিশ টাকা)

Sadaqah
Published by Institute of Islamic Social Finance

ভূমিকা

সাদাকাহ মানে দান। পবিত্র কোরআনে ফরজ ও নফল উভয় প্রকার দানকে বোঝানোর জন্য সাদাকাহ শব্দ ব্যবহার করা হলেও ইসলামি পরিভাষায় নফল দানকে সাদাকাহ হিসেবে অভিহিত করা হয়। আর ফরজ দানের জন্য যাকাত শব্দটি ব্যবহার করা হয়।

সাদাকাহ মুমিনের জীবনাচরণ ও পরিচয়ের সাথে জড়িত। আল্লাহ তায়ালা মুমিন ও মুত্তাকীদের পরিচয়ের সাথে সাদাকাহকে সংযুক্ত করেছেন। সূরা বাকারায় তিনি বলেনঃ "মুত্তাকী হলো তারা, যারা গায়েবের উপর ইমান আনে, সালাত কায়েম করে এবং আমার প্রদত্ত রিযিক থেকে ব্যয় করে।" সূরা আল-বাকারা : ৩

উক্ত আয়াতে মুমিনদের গুরুত্বপূর্ণ তিনটি গুণের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। তন্মধ্যে একটি হলো আল্লাহপ্রদত্ত রিযিক থেকে ব্যয় করা।

অন্য আয়াতে বলা হয়েছেঃ "মুমিন হলো তারা, যারা সালাত কায়েম করে এবং বিণীত হয়ে যাকাত আদায় করে।" সূরা আত-তওবা : ৫৫

কুরআনে আরও বলা হয়েছেঃ "(মুত্তাকি হলো) যে তার সম্পদ আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্যে দান করে।" সূরা আল-লাইল : ৯২

সাদাকাহর মাধ্যমে আমরা নিজেদের জীবনে নানাবিধ কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসি। আমরা যা দান করি তা আমাদের জীবদ্দশায় ও মুত্যুর পরে কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসে। আমাদের দান হওয়া উচিত একমাত্র আল্লাহ তায়ালাকে

সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে। তিনি বলেনঃ "তোমরা যা কিছু ধন-সম্পদ দান কর, তা নিজেদের উপকারের জন্যই। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে তোমরা দান করো না।" সূরা আল-বাকারা : ২৭২

সাদাকাহ আমাদের দুনিয়া ও আখেরাতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখে। এ পুস্তিকায় সংক্ষিপ্ত পরিসরে তা আলোচনা করা হয়েছে।

সাদাকাহর ফযিলত

সাদাকাহর ফলে সম্পদে গতিশীলতা আসে

আমাদের বাহ্যিকভাবে মনে হয় যে, দানের ফলে সম্পদ কমে যায়। বস্তুতপক্ষে দানের ফলে সম্পদে প্রবৃদ্ধি ও বরকত আসে। রাসূল সা. বলেছেনঃ "সাদাকাহ করলে সম্পদ কমে যায় না। যে ক্ষমা করে আল্লাহ তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভে বিনীত হলে তিনি তার মর্যাদা সমুন্নত করেন।" সহিহ মুসলিম : ২৫৮৮

এটা আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক নির্ধারিত সুন্নাহ। যিনি বেশি দান করবেন তার সম্পদে বরকত বা প্রাচুর্য আসবে। আর যিনি সম্পদ আঁকড়ে রাখবেন তার সম্পদ অর্জনের পথ রুদ্ধ হয়ে পড়বে। আল্লাহ তায়ালা দানকারীর সম্পদে অন্যের রিযিক প্রদানের মাধ্যমে তার সম্পদকে প্রবাহমান ও সমৃদ্ধশালী করে তোলেন।

সাদাকাহ করলে বহুগুণ প্রতিদান পাওয়া যায়

মানুষের সম্পদ যত বেশিই হোক না কেন তার একটা সীমা আছে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার মালিকানায় কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। আমরা যা কিছু দান বা সাদাকাহ করবো তার প্রতিদান তিনি অবশ্যই দেবেন। আর এ প্রতিদান হবে অনেকগুণ। দানের প্রতিদান কেমন হবে এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনুল কারীমে বর্ণনা করা হয়েছেঃ

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِىْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ؕ وَ اللهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ اللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٦١﴾

"যারা আল্লাহর পথে তাদের সম্পদ ব্যয় করে তাদের উপমা একটি বীজের মত, যা উৎপন্ন করে সাতটি শীষ, প্রতিটি শীষে রয়েছে একশ' দানা। আর আল্লাহ যাকে চান তাকে বাড়িয়ে দেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।" সূরা আল-বাকারা : ২৬১

কুরআনের এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা জানিয়ে দিয়েছেন, সাদাকাহ বা দান হলো বীজ বপন করার মতো। আমরা সাদাকাহ করি মানে বীজ রোপন করি। প্রতিটি বীজ থেকে সাতটি শীষ হয়। আর প্রতিটি শীষে শত দানা থাকে। মানে দানের প্রতিদান অন্তত ৭০০ গুণ হবে। পরের অংশে বলা হয়েছে, আল্লাহ যাকে চান আরও বাড়িয়ে দেন।

দান করার মাধ্যমে আল্লাহর প্রিয়পাত্র হওয়া যায়

আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন ও তাঁর প্রিয়পাত্র হওয়া। তার প্রিয়পাত্র হওয়ায় রয়েছে দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতা। তাঁর প্রিয়পাত্র হওয়ার অন্যতম মাধ্যম দান বা সাদাকাহ করা। পবিত্র কুরআনে তিনি বলেনঃ

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۬ وَ مَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَیْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِیْمٌ

“তোমরা কখনও পুণ্য লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমাদের প্রিয় জিনিস হতে আল্লাহর পথে ব্যয় করেছ। আর তোমরা যা কিছু ব্যয় করো আল্লাহ তা সম্পর্কে জ্ঞাত।” সূরা আল ইমরান : ৯২

সাদাকাহ পাপ মোচন করে

মানুষের জীবন পাপমুক্ত হয় না। জীবনের বাঁকে বাঁকে সে কমবেশি পাপের সাথে যুক্ত হয়ে যায়। আর সাদাকাহয় রয়েছে পাপ থেকে মুক্তির ব্যবস্থা। পাপ থেকে মুক্তির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপায় সাদাকাহ। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِیَ ۚ وَ اِنْ تُخْفُوْهَا وَ تُؤْتُوْهَا الْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَیْرٌ لَّكُمْ ؕ وَ یُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَیِّاٰتِكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِیْرٌ ﴿۲۷۱﴾

“তোমরা যদি প্রকাশ্যে দান কর তবে তা ভাল; আর যদি গোপনে কর এবং অভাবগ্রস্তকে দাও তা তোমাদের জন্য আরও ভাল। এতে তিনি তোমাদের

কিছু পাপ মোচন করবেন। আর তোমরা যে আমল কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্মক অবহিত।" সূরা আল-বাকারা : ২৭

রাসূল সা. বলেছেন, وَالصَّدَقَةُ تُطْفِيءُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ
"সাদাকাহ পাপরাশিকে এমনভাবে মুছে দেয়, ঠিক যেভাবে পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়।" ইবনে মাজা : ৪২১০

তিনি আরও বলেনঃ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِيءُ عَن أَهْلِهَا حَرَّ الْقُبُورِ وَإِنَّمَا يَسْتَظِلُّ الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ
"সদকা অবশ্যই কবরবাসীর কবরের উত্তাপ ঠাণ্ডা করে দেবে এবং মুমিন কিয়ামতে তার ছায়ায় অবস্থান করবে।" মুসনাদে আহমদ : ১৭৩৩৩

কিয়ামতের কঠিন বিপদের দিনে সাদাকাহ কাজে আসবে

কিয়ামতের কঠিন বিপদের দিন আমাদের দুনিয়ার সৎকর্ম ও অপকর্মের হিসাব করা হবে। সেদিন দুনিয়ার কোনো সম্পর্ক, আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব কাজ করবে না। সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। বাবা-মা সন্তানকে বা সন্তান বাবা-মাকে নিয়ে চিন্তা করার সুযোগ পাবে না। তখন আমাদের দুনিয়ার জীবনে করা সাদাকাহ কাজে আসবে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ
يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَ لَا خُلَّةٌ وَّ لَا شَفَاعَةٌ ؕ وَ الْكٰفِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿۲۵۴﴾
"হে মুমিনগণ! আমরা তোমাদেরকে যা দিয়েছি তা থেকে তোমরা ব্যয় কর সেদিন আসার পূর্বে, যেদিন বেচা-কেনা, বন্ধুত্ব ও সুপারিশ থাকবে না (কাজে আসবে না), আর কাফেররাই যালিম।" সূরা আল-বাকারা : ২৫৪

আমরা সম্পদ আটকে রাখলে আল্লাহ তায়ালাও সম্পদ আঁটকে রাখেন

আসমা বিনতে আবু বকর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেন : "তুমি সম্পদ বেঁধে (জমা করে) রেখো না, এরূপ করলে তোমার নিকট (আসা থেকে) তা বেঁধে রাখা হবে।" অন্য এক বর্ণনায় আছে, "খরচ কর, গুনে গুনে রেখো না। এরূপ করলে আল্লাহও তোমাকে গুনে গুনে দেবেন। আর তুমি জমা

করে রেখো না, এরূপ করলে আল্লাহও তোমার প্রতি (খরচ না করে) জমা করে রাখবেন।" বুখারি : ১৪৩৩

উপরোক্ত হাদিস থেকে আমরা বুঝতে পাই যে, সম্পদ জমা করে রাখা যাবে না। জমা করে রাখলে আল্লাহ তায়ালাও সম্পদ আমাদেরকে না দিয়ে জমা করে রাখবেন। যদি আমরা ব্যয় করি তবে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সম্পদ দিয়ে ব্যয় হয়ে যাওয়া অংশ পূরণ করে দেবেন। আমরা যদি সম্পদ বের হওয়ার পথ উন্মুক্ত করে দেই তবে আল্লাহ তায়ালা প্রবেশের দরজা উন্মুক্ত করে দেবেন।

আমাদের দান আখেরাতে আমাদের জন্য মজুদ থাকে

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, একদা তাঁরা একটি ছাগল জবাই করলেন। নবি সা. বললেন, ছাগলটির কতটুকু মাংস বাকী আছে? (আয়েশা) বললেন, কেবলমাত্র কাঁধের মাংস বাকী আছে। নবি সা. বললেন, "(বরং) কাঁধের মাংস ছাড়া সবই বাকী আছে।" তিরমিযি : ২৪৭০

অর্থাৎ, আয়েশা রা বললেন, তার সবটুকু মাংসই সাদকা করে দেওয়া হয়েছে এবং কেবলমাত্র কাঁধের মাংস বাকী রয়ে গেছে। উত্তরে রাসূল সা. বললেন, কাঁধের মাংস ছাড়া সবই আখেরাতে আমাদের জন্য অবশিষ্ট আছে। আসলে যা দান করা হয়, তাই আখেরাতে অবশিষ্ট থাকে।

সাদাকাহ বিপদ-আপদ দূর করে ও রোগমুক্তির মাধ্যম

আল্লাহ তায়ালা সাদাকাহকারীদের রোগ-বালাই ও অন্যান্য বিপদ-আপদ দূর করে দেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

فَاَمَّا مَنۡ اَعۡطٰی وَ اتَّقٰی ۙ﴿۵﴾ وَ صَدَّقَ بِالۡحُسۡنٰی ۙ﴿۶﴾ فَسَنُیَسِّرُہٗ لِلۡیُسۡرٰی ؕ﴿۷﴾

"অতএব যে ব্যক্তি (আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য) দান করে ও (আল্লাহকে) ভয় করে, উত্তম বিষয়কে সত্য মনে করে, আমি তার জন্য সহজ পথ সুগম করে দেব।" সূরা আল-লাইল : ৫-৭

রাসূল সা. বলেনঃ دَاوُوا مَرْضاكُمْ بالصَّدَقَةِ "তোমরা সাদাকাহর মাধ্যমে তোমাদের রোগীদের চিকিৎসা করো।" সহিহ আল জামে : ৩৩৫৮

সাদাকাহ জিহাদের অন্যতম মাধ্যম

সাদাকাহ জিহাদের অন্যতম মাধ্যম। পবিত্র কুরআনে আমাদের জীবন ও সম্পদের দ্বারা জিহাদ করতে বলা হয়েছে। সরাসরি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে জিহাদ করার সুযোগ সকলের হয় না। তবে সম্পদ ব্যয়ের মাধ্যমে সকলে জিহাদে অংশগ্রহনের সুযোগ রয়েছে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছেঃ وَّ جَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ "এবং আল্লাহর পথে নিজেদের মাল ও জান দ্বারা জিহাদ কর।" সূরা আত-তওবাহ : ৪১

আল্লাহ তায়ালা কৃপণতা অপছন্দ করেন

আল্লাহ তায়ালা কৃপণতা অপছন্দ করেন। পবিত্র কুরআন ও হাদিসের বিভিন্ন জায়গায় কৃপণতার নিন্দা করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَ يَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَ يَكْتُمُوْنَ مَاۤ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ وَ اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ﴿۳۷﴾

"যারা কৃপণতা করে, মানুষকে কৃপণতার নির্দেশ দেয় এবং আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দিয়েছেন তা গোপন করে; আর আমরা কাফেরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।" সূরা নিসা : ৩৭

সাদাকাহর ফযিলত এবং কার্পণ্যের ক্ষতি সম্পর্কে রাসূল সা. বলেছেন- "প্রতিদিন ভোর বেলায় দু'জন ফেরেশতা অবতরণ করেন। তাদের একজন বলেন, হে আল্লাহ! সৎপথে ব্যয়কারীকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আর অন্যজন বলেন হে আল্লাহ! কৃপণকে ধন-সম্পদের দিক দিয়ে ধ্বংসের সম্মুখীন করে দিন।" বুখারী : ১৪৪২

দানকারীকে যারা নিন্দা করে আল্লাহ তাদের নিন্দা করেন

সাদাকাহ বা দান করা মহান কাজ। যারা দান করা বা দানকারীকে নিন্দা করে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা তাদের নিন্দা করেন। আর আল্লাহ তায়ালার নিন্দা খুবই ভয়ানক ব্যাপার। কুরআনুল কারিমে বলা হয়েছেঃ

اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى الصَّدَقٰتِ وَ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ اِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُوْنَ مِنْهُمْ ؕ سَخِرَ اللّٰهُ مِنْهُمْ ۫ وَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٧٩﴾

"মুক্তহস্তে দানকারী মুমিনদের যারা দোষারোপ করে আর সীমাহীন কষ্টে দানকারীদেরকে যারা বিদ্রূপ করে আল্লাহ জবাবে তাদের বিদ্রূপ করেন। তাদের জন্য রয়েছে ভয়াবহ শাস্তি।" সূরা আত-তওবাহ : ৭৯

সাদাকাহর নীতিমালা

কাছের লোক ও যাদের প্রয়োজন বেশি তাদের প্রাধান্য দেয়া

সাধারণভাবে যে কাউকে সাদাকাহ করা যায়। কারণ এর মাধ্যমে মানুষ নিজ নিজ চাহিদা পূরণের সুযোগ পায়। তবে যাদের চাহিদা অপেক্ষাকৃত বেশি এবং যারা খুব কষ্টে আছে সাদাকাহ প্রদানের ক্ষেত্রে তাদের প্রাধান্য দেয়া উচিত। একইভাবে যারা সাহায্য পেয়ে টাকা উড়িয়ে ফেলবে না বরং তা কাজে লাগাবে তাদের অনুসন্ধান করে সাহায্য করা উচিত। অধিকতর চাহিদাসম্পন্ন লোকেদের নিকট সাদাকাহ পৌঁছে দেয়ার প্রতিদান বড়ো আকার ধারণ করে। এ ব্যাপারে কুরআনে বলা হয়েছেঃ

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ﴿١١﴾ وَ مَآ اَدْرٰىكَ مَا الْعَقَبَةُ ﴿١٢﴾ فَكُّ رَقَبَةٍ ﴿١٣﴾ اَوْ اِطْعٰمٌ فِىْ يَوْمٍ ذِىْ مَسْغَبَةٍ ﴿١٤﴾ يَّتِيْمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴿١٥﴾ اَوْ مِسْكِيْنًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴿١٦﴾

"তবে সে তো দুর্গম গিরিপথে প্রবেশ করেনি। তুমি কি জান দুর্গম গিরিপথ কী? তা হচ্ছে ক্রীতদাসকে মুক্তি প্রদান। অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে খাদ্যদান; ইয়াতিম আত্মীয়কে; অথবা ধূলি-মলিন মিসকীনকে।" সূরা আল-বালাদ : ১১-১৬

আয়াতের ভাষ্য থেকে বোঝা যাচ্ছে- কিয়ামত দিবসের ভয়াবহতা থেকে মুক্তির উপায় হলো- গোলাম আযাদ করা, প্রচণ্ড ক্ষুধার সময় দান করা। কিন্তু কাদের খাবার দান করা হবে? অতিশয় দরিদ্র ইয়াতিম আত্মীয় এবং চরম দুর্দশাগ্রস্থ মিসকিনকে। এখানে দুটি বিষয়ের নির্দেশনা আছে। ১. দরিদ্র আত্মীয়কে দান করা এবং ২. অধিকতর চাহিদসম্পন্নদের দান করা।

দরিদ্র আত্মীয়কে দান করলে দুটি সওয়াব পাওয়া যায়; দানের সওয়াব এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার সওয়াব।

রাসূল সা. বলেনঃ الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ

"মিসকীনকে সাদাকাহ করলে তা কেবল সাদাকাহ, আর আত্মীয়কে দিলে তাতে রয়েছে দু'টি সাওয়াব- সাদাকাহ ও আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা।" তিরমিযি : ৬৫৮

কাদেরকে দান করতে হবে, এ বিষয়ে কুরআনে আরও বলা হয়েছেঃ

يَسْـَٔلُوْنَكَ مَا ذَا يُنْفِقُوْنَ ؕ قُلْ مَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَ الْاَقْرَبِيْنَ وَ الْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ ؕ وَ مَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ

"তারা কি ব্যয় করবে সে সম্পর্কে আপনাকে প্রশ্ন করে। বলুন, যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় করবে তা পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতিম, মিসকিন এবং মুসাফিরদের জন্য। উত্তম কাজের যা কিছুই তোমরা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবগত।" সূরা আল-বাকারা : ২১৫

প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে দান করা

আল্লাহ তায়ালা গোপনে দান করাকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করে বলেছেনঃ

اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۚ وَ اِنْ تُخْفُوْهَا وَ تُؤْتُوْهَا الْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ؕ وَ يُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّاٰتِكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿٢٧١﴾

"যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান কর তবে তাও উত্তম, আর যদি তোমরা তা গোপনে কর এবং তা অভাবগ্রস্তদেরকে দান কর, তবে তা তোমাদের জন্য আরো উত্তম, অধিকন্তু তিনি তোমাদের কিছু গুনাহ মোচন করে দেবেন, বস্তুতঃ যা কিছু তোমরা করছ, আল্লাহ তার খবর রাখেন।" সূরা আল-বাকারা : ২৭১

কিয়ামতের দিন গোপনে দানকারীদের আরশের নিচে ছায়া প্রদান করা হবে। রাসূল সা. আরশের নিচে ছায়া প্রাপ্তদের বর্ণনা দিয়ে বলেন- "যে এত গোপনে দান করে যে তার ডান হাত যা দান করে, বাম হাত তা টের পায় না।" বুখারি : ৬৬০

অপ্রকাশ্যে দান করার বেশ কিছু উপকারিতা রয়েছে। যেমন,

- রিয়া (লোক দেখানো) থেকে মুক্ত থাকা যায়।
- আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন সহজ হয়।
- গুনাহ মোচন ও জান্নাতের পথে অগ্রগতি হয়।
- প্রকৃত দরিদ্ররা লজ্জা ছাড়াই দান গ্রহণ করতে পারে।
- আল্লাহর রহমত ও দুনিয়াতে বরকত লাভ হয়।

তবে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে প্রকাশ্যে দান করা যাবে; এটা নিন্দনীয় নয়।

উত্তম জিনিস সাদাকাহ করা

নিজেদের সম্পদ থেকে উত্তম জিনিসগুলো সাদাকাহ করতে হবে। অপ্রয়োজনীয়, তুচ্ছ বা ব্যবহার যোগ্য নয় এমন জিনিস সাদাকাহ করা সঠিক নয়। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَ مِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ۪ وَ لَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَ لَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّآ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ؕ وَ اعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿٢٦٧﴾

"হে মুমিনগণ! তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমরা যা যমীন থেকে

তোমাদের জন্য উৎপাদন করি তা থেকে উৎকৃষ্ট জিনিস ব্যয় করো এবং নিকৃষ্ট জিনিস ব্যয় করার সংকল্প করো না, অথচ তোমরা তা গ্রহণ করবে না, যদি না তোমরা চোখ বন্ধ করে থাক। আর জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।" সূরা আল-বাকারা : ২৬৭

রাসূল সা. বলেছেনঃ "তোমাদের কেউ প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য সেটাই পছন্দ করবে, যা তার নিজের জন্য পছন্দ করে।" বুখারি : ১৩

সাদাকাহ করার পর খোঁটা ও কষ্ট না দেয়া

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

«يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى، كَالَّذِيْ يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، لَا يَقْدِرُوْنَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوْا، وَاللهُ لَا يَهْدِيْ الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ»

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা খোঁটা ও কষ্ট দিয়ে তোমাদের দান-সাদাকাহকে সে ব্যক্তির মতো বিনষ্ট করো না, যে মানুষকে দেখানোর জন্য নিজ ধন-সম্পদ ব্যয় করে এবং সে আল্লাহ তায়ালা এবং পরকালে বিশ্বাসী নয়। সুতরাং তার দৃষ্টান্ত এমন এক মসৃণ পাথরের ন্যায় যার উপর কিছু মাটি জমেছে অতঃপর ভারি বর্ষণ হয়ে সে মাটি সরে গিয়ে শুষ্ক মসৃণ হয়ে গেলো। তারা যা অর্জন করেছে তা আর কিছুই পেলো না। মূলতঃ আল্লাহ তায়ালা কাফির সম্প্রদায়কে সঠিক পথ দেখান না।" সূরা আল-বাকারা : ২৬৪

অন্য আয়াতে বলা হয়েছেঃ

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَآ اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّ لَآ اَذًى ۙ لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٢٦٢﴾

"যারা আল্লাহর পথে ধন-সম্পদ ব্যয় করে, অতপর যা ব্যয় করে তা বলে বেড়ায় না এবং কোন প্রকার কষ্টও দেয় না, তাদের প্রতিদান রয়েছে তাদের রব-এর নিকট। আর তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না। সূরা আল-বাকারা : ২৬২

সাদাকাহর পরিধি

সাদাকাহ শুধু দানের মাঝে সীমাবদ্ধ নয়। অন্যান্য অনেক কাজেই সাদাকাহর পরিধি বিস্তৃত। নিম্নে তার খুব সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো-

ভালো কথা ও হাসিমুখ : ভালো কথা এবং হাসিমুখে মানুষের সঙ্গে আচরণ করাও সাদাকাহর অন্তর্ভুক্ত। এটি মানুষের হৃদয়ে প্রশান্তি দেয়, সৌহার্দ্য বৃদ্ধি করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে সহায়ক হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّ مَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَآ اَذًى ؕ وَ اللّٰهُ غَنِىٌّ حَلِيْمٌ

"যে দানের পর কষ্ট দেয়া হয় তার চেয়ে ভাল কথা ও ক্ষমা উত্তম। আর আল্লাহ অভাবমুক্ত, পরম সহনশীল।" সূরা আল-বাকারা : ২৬৩

রাসূল সা. বলেনঃ "তোমরা কোনো ভালো কাজকে তুচ্ছ মনে কোরো না, এমনকি তোমার ভাইয়ের সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলাও সাদাকাহ।" সহিহ মুসলিম : ৬৮৫৭

তিনি আরও বলেনঃ "ভালো কথা সাদাকাহ, প্রত্যেক ভালো কাজ সাদাকাহ।" সহিহ বুখারি : ২৯৮৯

হাসিমুখের গুরুত্ব নিয়ে তিনি বলেছেনঃ "তোমার ভাইয়ের সঙ্গে হাসিমুখে দেখা করাও সাদাকাহ।" তিরমিজি : ১৯৫৬

মানবসেবা ও পরিবেশ রক্ষা : আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ "তোমরা পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে, তা সংরক্ষণ করো এবং অযথা নষ্ট কোরো না।" সূরা আনআম : ১৪১

রাসূল সা. বলেনঃ "যে ব্যক্তি একটি গাছ রোপণ করবে এবং তা থেকে মানুষ, পশু-পাখি উপকৃত হবে, তা তার জন্য সদাকা হিসেবে গণ্য হবে।" বুখারি : ২৩২০

তিনি আরও বলেনঃ "রাস্তা থেকে কোনো কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা ইমানের অংশ এবং এটি সাদাকাহ।" আবু দাউদ : ৫৩৪৩

সাদাকাহর মাধ্যমে সম্পদের প্রবৃদ্ধি এবং বরকত আসে এবং এটি মানুষের পাপ মোচন করে। এটা আমাদের জীবনকে কল্যাণময় করে তোলে। তাই সাদাকাহকে আমাদের প্রতিদিনের রুটিন কাজের অন্তর্ভূক্ত করে নেওয়া উচিত। প্রতিদিন আমাদের সামর্থ্য অনুসারে সাদাকাহ করা উচিত। আর বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে যেমন, দুর্ভিক্ষ, মানবিক বিপর্যয় ইত্যাদিতে সাদাকাহ প্রদান করে ইমানের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে আল্লাহর নির্ধারিত পুরষ্কার হাসিল করে দুনিয়া ও আখেরাত বরকতময় করা উচিত।

মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদের সাদাকাহর মাধ্যমে তার সন্তোষ অর্জনের তৌফিক দান করুন। আমীন।

আপনার

যাকাত, সাদাকাহ ও ওয়াক্‌ফ

সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব সিজেডএম এর উপর অর্পন করে
দারিদ্র্য বিমোচনের কাজে অংশগ্রহণ করুন।

যাকাত/সাদাকাহ প্রদান করতে ব্যবহার করুন

ডোনেট করতে স্ক্যান করুন

মার্চেন্ট নং. +৮৮০ ১৭২৯ ২৯৬ ২৯৬

Visit: www.czm-bd.org/pay_zakat

Pay With

Verified By sslcommerz

ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক সোশ্যাল ফাইন্যান্স

ইসলামি সামাজিক অর্থায়নের বিভিন্ন মাধ্যম কীভাবে আমাদের জীবন, অর্থনীতি, দারিদ্রবিমোচন ও অর্থনৈতিক ভারসাম্য সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে তা নিয়ে পর্যালোচনা ও গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। একইভাবে সামাজিক পরিসরে ইসলামি সামাজিক অর্থায়ন যাতে আরও পরিচিত হয় এবং মুসলমানরা যাতে তার যথাযথ অনুশীলন করে, তাই এর জ্ঞানকে জনপরিসরে ছড়িয়ে দেয়া এবং জনগোষ্ঠীর একটি অংশকে এ বিষয়ে দক্ষ করে গড়ে তোলা প্রয়োজন।

এ বিষয়াদিকে সামনে রেখে গবেষনা, দাওয়াহ কার্যক্রম, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং পঠন সামগ্রী প্রণয়নের লক্ষ্যে জুলাই - ২০২৩ এ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক স্যোশাল ফাইন্যান্স।

ইসলামি সামাজিক অর্থায়নের বিভিন্ন দিককে পরিচিত, বিকশিত ও সম্প্রসারণে কাজ করে ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক সোশ্যাল ফাইন্যান্স (আইআইএসএফ)।

ভিশন: ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্রমুক্ত ও অভাবমুক্ত ন্যায়ভিত্তিক-সহমর্মী সমাজ প্রতিষ্ঠা।

মিশন : ইসলামি সামাজিক অর্থায়নের বিকাশ, সম্প্রসারণ ও অনুসরণ।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য: সমাজের ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য ইসলামি সামাজিক অর্থায়নের খাতগুলোকে সমাজের সকল পর্যায়ে জনপ্রিয়করণ, প্রসার ও বাস্তবায়ন করা।

কর্মসূচি:

গবেষণা

শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

দাওয়াহ ও উদ্বুদ্ধকরণ

পঠনসামগ্রী প্রণয়ন ও প্রকাশনা

ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক সোশ্যাল ফাইন্যান্স (আইআইএসএফ)

১১৩/বি (৩য় তলা), তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮, বাংলাদেশ।
মোবাইল: +৮৮০ ১৩৩৫ ১৪১ ৮৯০, ফোন: +৮৮০ ৯৬১১ ৬৮৮ ০০২
ই-মেইল: info@iisf-bd.org | ওয়েবসাইট:www.iisf-bd.org